

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ  
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা  
[www.shed.gov.bd](http://www.shed.gov.bd)

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৭.১৭, ৩৩

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৪  
২৪ জানুয়ারি ২০১৮

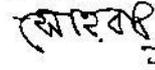
প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব সুমন কর্মকার, প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীনে ১২.০৪.২০১৭ তারিখ এইচ.এস.সি. পরীক্ষা ২০১৭ এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক “অসদাচরণ” এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ০৭.১২.২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০১৭ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কমিটির সদস্য হিসেবে অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্র-০১ কর্তৃক তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির আস্থায়ক কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব তিনি তার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট ছিলেন। গত ১২/০৪/২০১৭ তারিখে ট্রেজারি হতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে আনা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কক্ষে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক গালাসীলকৃত প্যাকেটসূহের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাই ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের বিষয়টি তার নজরে আসেনি। পরীক্ষা আরম্ভ হবার পর তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন এবং সাথে সাথে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে সঠিক কোডের প্রশ্নপত্র বিতরণে সহায়তা করেন। এ বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ সহানুভূতি, অনুকম্পা ও নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য “সতর্ক” করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেহেতু, জনাব সুমন কর্মকার এর ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থাপিত জবাববন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল প্রেক্ষাপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য “সতর্ক” করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

  
২৪.০১.২০১৮

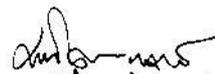
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)  
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৭.১৭, ৩৩/০ (৫)

তারিখ: মাঘ ১৪২৪  
জানুয়ারি ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলে:

- ১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব সুমন কর্মকার এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
- ২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৩। অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ৪। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ৮। জনাব সুমন কর্মকার, প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

  
২৪/০১/২০১৮  
(জাকিয়া খানম)  
যুগ্মসচিব  
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬